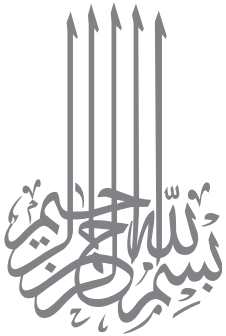

أصول وقواعد معرفة البدع (اللغة البنغالية)

تأليف: محمد عبد الرب عفان

শায়খ ড. আল জীযানীর আল কাওয়ায়েদ গ্রন্থ অবলম্বনে

বিদআত

চেনার মূলনীতি ও উপায়

বিদআত
চেনার মূলনীতি ও উপায়

সংকলন: **শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান**

দাওরা হাদীস ও সাবেক শিক্ষক: মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা। লিসান্স: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা। কামিল (হাদীস): সরকারী মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা। আলোচক: আল-রিসালাহ ও আল-মাজদ টিভি, রিয়াদ, সৌদি আরব। অনুবাদক ও দাঈ: দীরা ইসলামিক সেন্টার, রিয়াদ, সৌদি আরব।

সম্পাদনা: **শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী**

অনার্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; মাস্টার্স, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া। অনুবাদক, রাজকীয় সঊদী দূতাবাস, ঢাকা।

ভূমিকা: **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক**

পি.এইচ.ডি. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
সাবেক চেয়ারম্যান, দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ,
আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

সংকলকের কথা	১১
ভূমিকা	১৫
বিদ'আত চেনার মূলনীতি	২৬
প্রথম মূলনীতি	২৮
বিদ'আত চেনার প্রথম উপায় (১)	৩২
বিদ'আত চেনার দ্বিতীয় উপায় (২)	৩৩
বিদ'আত চেনার উপায় (৩)	৩৫
বিদ'আত চেনার উপায় (৪)	৩৭
মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন:	৩৮
নববর্ষ উদ্‌যাপন:	৩৯
বিদ'আত চেনার উপায় (৫)	৪৪

বিদ'আত চেনার উপায় (৬) ৪৫
বিদ'আত চেনার উপায় (৭) ৪৭
বিদ'আত চেনার উপায় (৮) ৪৮
বিদ'আত চেনার উপায় (৯) ৪৯
বিদ'আত চেনার উপায় (১০) ৫০

দ্বিতীয় মূলনীতি ৫৪

বিদ'আত চেনার উপায় (১১) ৬০
কুরআন ও সুন্নাহের দলীল বিরোধী রায়ের দুটি দিক: ৬১
বিদ'আত চেনার উপায় (১২) ৬৬
মুজমাল-সংক্ষিপ্ত সংকুচিত শব্দমালার ব্যাপারে সালাফে সলেহীনের নীতি ৬৯
বিদ'আত চেনার উপায় (১৩) ৭০
বিদ'আত চেনার উপায় (১৪) ৭৪
বিদ'আত চেনার উপায় (১৫) ৭৬
বিদ'আত চেনার উপায় (১৬) ৭৭
বিদ'আত চেনার উপায় (১৭) ৭৮
বিদ'আত চেনার উপায় (১৮) ৭৯

তৃতীয় মূলনীতি ৮১
বিদ'আতের দিকে ধাবিতকারী ওসীলাসমূহ ৮১
বিদ'আত চেনার উপায় (১৯) ৮২
প্রকৃত বিদ'আত ও সংযুক্তিমূলক বিদ'আতের মর্মগত পার্থক্য: ৮৬
বিদ'আত চেনার উপায় (২০) ৮৯
বিদ'আত চেনার উপায় (২১) ৯০
বিদ'আত চেনার উপায় (২২) ৯২
বিদ'আত চেনার উপায় (২৩) ৯৪
উপসংহার ৯৭
একনজরে বিদ'আত চেনার ২৩টি উপায় ৯৭
বিদ'আতের ক্ষেত্রসমূহ ১০১
তথ্যসূত্র সূচি ১০২
আমাদের বইসমূহ ১০৯

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর মান্যবর সভাপতি
অধ্যাপক শাইখ ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী (হাফেযাহুল্লাহ)-এর

ভূমিকা

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" (المائدة: ٣)

নিঃসন্দেহে ইসলাম মহান আল্লাহ কর্তৃক একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এটি যেমন পরিপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা তেমনি এর বাইরে মহান আল্লাহ দ্বীন হিসেবে কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না। এমন কিছু ধ্বংসাত্মক বিষয়াদী রয়েছে যেগুলো দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয় এবং একজন মানুষের সারা জীবনের আমল ও অর্জনকে একেবারেই বিনষ্ট করে দেয়। সেসব ধ্বংসাত্মক জিনিসের মধ্যে বিদ'আত অন্যতম।

বিদ'আত দীনকে অপরিচ্ছন্ন করে। আমলে ক্ষত তৈরি করে। জান্নাতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং জাহান্নামের পথ প্রশস্ত করে। বিদ'আত মিশ্রিত আমল বিষ মিশ্রিত খাদ্যের সদৃশ, যাতে ধ্বংস অনিবার্য। অথচ আমরা অবলীলায় বিদ'আতমিশ্রিত আমল করছি অহরহ। তবে এদেশের আহলে হাদীস দাঈদের ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় অনেকেই এখন বিদ'আতমুক্ত পরিশুদ্ধ আমল করে মহান

প্রভুর সান্নিধ্য লাভে অগ্রসরমান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের অধিকাংশ মুসলিম এখনও মাযহাবী গোঁড়ামির শিকলে বন্দি।

অতএব বিদ'আতে নিমজ্জিত উম্মাহকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের দাওয়াতী মিশনে গতি সঞ্চার করতে হবে। বক্তব্য বিবৃতির পাশাপাশি ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে জাতিকে সতর্ক করতে হবে। ইতোমধ্যে অনেকেই লিখেছেন এবং লিখছেন। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা যথেষ্ট নয়।

সেই ধারাবাহিকতায় মসি হাতে তুলে নিয়েছেন বিদগ্ধ ও প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন, সৌদি আরবে দীর্ঘদিন হতে কর্মরত স্বনামধন্য দাঈ অনুজপ্রতিম শাইখ আব্দুর রব আফফান মাদানী হাফিযাহুল্লাহ।

বিদ'আতপন্থীর আমল গ্রহণযোগ্য নয় এবং সেটি সর্বাবস্থায় প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (متفق عليه)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোনো আমলের প্রবর্তন করল যা আমাদের পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।

অপর বর্ণনায় এসেছে:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مسلم)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যাতে আমার সমর্থন নেই, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিদ'আতপন্থীর পরিণাম ভয়াবহ। বিদ'আত অন্যান্য গুনাহের চেয়েও ভয়ানক।তাই সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, বিদ'আত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সংকলকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد:

খালেস ও একাগ্র চিত্তে শুকর আদা করি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, যিনি দ্বীন ইসলামকে আমাদের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন:

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।[১]

ইসলাম অর্থ, একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদত পালনের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা ও আনুগত্য মেনে নেয়া এবং প্রথম রাসূল থেকে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা বুঝায়। তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছু গৃহীত হবে না।[২]

দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

১. সূরা আলে ইমরান ৩: ১৯

২. আল মুখতাসার ফী তাফসীরীল কুরআনিল কারীম।

আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আর আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকেই ধর্ম হিসেবে চয়ন করেছি।[৩]

অতঃপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, দ্বীরা ইসলামী সেন্টারের দা'ওয়াহ বিভাগের সম্মানিত শায়খ খালেদ বিন ইবরাহীম আল উকাইফির। যিনি আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল জীযানী প্রণীত "কাওয়ায়েদু মা'রেফাতিল বিদ'আহ" (বিদ'আত চেনার মূলনীতি) নামক বইটি উপহার দিয়ে এবং এ বিষয়ের প্রতি চরম গুরুত্বারোপ করে নিজ নিজ ভাষায় এর প্রচার ও প্রসারে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। আল্লাহ তাঁকে এবং বইটির লেখককে উত্তম প্রতিদান দিন।

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বইটি বিদ'আতের পরিচিতির ক্ষেত্রে একটি সহজ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মাধ্যমে জনসাধারণ বিশেষত আলেম সমাজ সুন্দর একটি নির্দেশনা পেতে পারেন। বাংলা ভাষায় বইটির বিষয়বস্তু ও তথ্যগুলো আমার কাছে একবারে নতুন মনে হয়েছে। মুসলিম সমাজ যেহেতু বিদ'আতের বহুবিধ প্রকারে আচ্ছন্ন, অতএব শুধু ঘরে ঘরে নয়, বরং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি সিলেবাস পাঠ্যভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত এবং গভীর অধ্যয়নের উপযোগী।

৩. সূরা আল-মায়েদাহ ৫: ৩

আমি মূলত **"বিদ'আত চেনার মূলনীতি ও উপায়"** বইটি আল জীযানী প্রণীত "কাওয়ায়েদু মা'রেফাতিল বিদ'আহ" গ্রন্থ অবলম্বনে সাজিয়েছি–তিনি যেহেতু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তবে সমাজের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমি সংক্ষিপ্ততার আশ্রয় নিয়েছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আবার প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট বিষয় বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে সংযুক্ত করেছি।

পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট অধীনের একান্ত আশা, বিদ'আতের সূত্র ও মাপকাঠি সম্বলিত বইটির মাধ্যমে পাঠকমণ্ডলি বিদ'আতের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তা থেকে সতর্ক ও মুক্ত থাকবেন। সেইসাথে অন্যদেরকেও তা থেকে সাবধান রাখবেন। ফলে মুসলিম সমাজ বিদ'আতের ফিতনা ও কলুষতা হতে ক্রমান্বয়ে মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

আমার মা'বুদ রাব্বুল আলামীনের নিকট সর্বোচ্চ বিনয়ের সাথে নিবেদন করি, তিনি যেন ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু তাঁর এ নগণ্য বান্দার পক্ষ থেকে কবুলের মর্যাদা দান করেন। তারপর তাঁর বান্দাদের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা মঞ্জুর করেন। বইটিসহ তাঁর তাওফীকে অন্যান্য যত খেদমত সম্পন্ন হয়েছে, তা যেন আমার ও আমার সম্মানিত পিতা-মাতা এবং যারা এর সাথে সহযোগিতা করছেন সবার জন্য সাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসেবে তিনি কবুল করেন। আমীন।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলি! নিজের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে এ কঠিন কাজে হাত দেই। বইটির কাজ করতে গিয়ে ভুল থাকাটা স্বাভাবিক, পরবর্তীতে তা নির্ভুল ও সুন্দর করার জন্য আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষীসুলভ পরামর্শ আশা করছি। বিদ'আত অপসারণে বইটির বহুল প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা এবং নেক দোয়ায় আমাকে শরীক রাখার জন্য বিনীত নিবেদন করছি।

বিনীত নিবেদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান
রিয়াদ, সৌদি আরব, মুহার্‌রম ১৪৪৩ হি.

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, দরূদ ও সালাম পেশ করছি সর্বশেষ নবী ও রাসূলের প্রতি। অতঃপর সম্মানিত পাঠক, ভূমিকায় আপনার সমীপে চারটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই।

প্রথমত: বিদ'আতকে বিদ'আত হিসেবে অভিহিত করা এবং এর মর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের মানুষগুলো তিনভাগে বিভক্ত।

দ্বিতীয়ত: বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

তৃতীয়ত: বিদ'আতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

চতুর্থত: বিদ'আতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য।

প্রথমে আমরা বিদ'আত অভিহিতকারী তিনভাগে বিভক্ত মানুষগুলোর পরিচয় উপস্থাপন করবো:

প্রথম দল: বিদ'আত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও সীমালংঘনকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে অনেক বিষয়কে সাধারণভাবে বিদ'আত হিসেবে

সাব্যস্ত করে। এমনকি শরীয়তসম্মত ও সুন্নত বিষয়কেও বিদ'আত বলে চালিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় দল: বিদ'আত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে অতি শিথিল এবং ব্যাপকভাবে তারা বিদ'আতে আক্রান্ত। মৌলিক বড় বড় বিদ'আত ব্যতীত অন্যান্য বিদ'আতগুলোকে তারা বিদ'আতই মনে করে না। এমনকি তারা অনেক বিদ'আত বিষয়কেও সুন্নত আমল বলে চালিয়ে দেয়।

সুতরাং একদল এভাবে বিদ'আতের দরজাকে প্রশস্ত করে সুন্নাতকে সংকুচিত করে। অন্যদল বিদ'আতের দরজাকে সংকুচিত করে সব আমলকে সুন্নাত বলে চালিয়ে দেয়। উভয়েই মধ্যপন্থা বর্জন করে পরস্পরবিরোধী ভুলে নিমজ্জিত।

তৃতীয় দল: এ দলটি উপরোক্ত দুটি দলের সম্পূর্ণ বিপরীত। পরস্পর বিরোধী উভয় পন্থা বর্জন করে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হচ্ছে আহলে হাদীস।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ এদিকেই ইংগিত করে বলেন: "এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো, সুন্নাত হতে বিদ'আতকে পৃথক করা। সুন্নাত হচ্ছে, যা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমসম্মত এবং বিদ'আত হলো, দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন বিষয়াবলি যার স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই। সুতরাং এ বিষয়ের মৌলিক ও সাধারণ ধারণা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই

বিদ'আতের তিনটি শর্ত বর্ণিত হয়েছে। উক্ত শর্তাবলী পাওয়া না গেলে বিদ'আত সাব্যস্ত হবে না। শর্তগুলো হচ্ছে:

১। নব আবিষ্কৃত বিষয়।

২। দ্বীনের বিষয়ে নতুন আবিষ্কার। সাধারণ কোনো বিষয়ে নয়।

৩। নব আবিষ্কৃত বিষয়ে শরীয়তের 'আম ও খাস কোনো দলীল না থাকা।

এর দ্বারা বুঝা গেল, প্রত্যেক এমন আবিষ্কার যার বিশুদ্ধতা ও সাব্যস্তের শরীয়তের দলীল রয়েছে, তাকে শরীয়তের আলোকে নব আবিষ্কার ও বিদ'আত বলা হবে না। অতএব, শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ বিধানকে নব আবিষ্কার ও বিদ'আত বলা হবে যার কোনোই দলীল নেই।

বিদ'আতের সংক্ষিপ্ত পারিভাষিক পরিচয়:

শরীয়তের আলোকে উক্ত তিনটি শর্তের ভিত্তিতে বিদ'আতের ব্যাপক পরিচয় হলো:

"مَا أُحْدِثَ فِي الدِّيْنِ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ"

দ্বীনের মাঝে দলীলবিহীন নয়া আবিষ্কার।[১২]

১২. কাওয়ায়েদু মা'রেফাতিল বিদ'আহ ১৭-২২ পৃষ্ঠা।